দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

054

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষার ফলাফল ও শিক্ষক সমাজ

সম্প্রতি দেশের ৪টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবারের সর্বমোট ২ লাখ ৯৭ হাজার ১শ' ২০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন। পাসের হার শতকরা ৪৪.১০ জন। এ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ফেলের হারও বের করা যায় এবং তা হচ্ছে শতকরা ৫৫.৯০ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ৫৬ জন।

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কিছু লেখাটা আমাদের দেশে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে দেশের পত্র-পত্রিকায়। প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ও উঠেছে। আলোচনায়, হালফিল পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একজন কলামিস্টের লেখায় পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক হারে ফেল করার বিবিধ কারণ উল্লেখ করে তিনি কলেজের হর্তাকর্তা বিশেষতঃ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়ী ও দোষী করেছেন।

এ অভিযোগ অসত্য হলেই ভালো হতো এবং আমরা খুশী হতাম। কিন্তু তা নয়—এগুলো আংশিক হলেও সত্য। দীর্ঘকালের শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় শেষে এমন অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জোর গলায় তার বিরোধিতা করার মতো মনের জোর এখন আর বোধ করি অনেকেরই নেই।

কারণ, সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজধানী এবং দেশের আরও দু'চারটে বড়ো বড়ো শহরের কলেজগুলো বাদ দিলে মফস্বলের অনেক কলেজেরই—এমনকি সরকারী কলেজেরও বেশ কিছু শিক্ষক এবং কলেজ প্রশাসন নকলের সুযোগ-সুবিধে যেন স্বেচ্ছায় প্রদান ও অবারিত করে চলেছেন। দু'-একটা কলেজে এমন ঘটনাও স্বচক্ষে দেখতে হয়েছে যেখানে স্বার্থান্ধ কিছু শিক্ষক কলেজ প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নকল প্রতিরোধকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছেন এবং নকল-বিরোধী শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রাণনাশের হুমকির সম্মুখীন পর্যন্ত হচ্ছেন। এভাবে নকলবাজদের হাতে শিক্ষকদের অনেকেই প্রহৃত হয়েছেন ও হচ্ছেন। মৃত্যুবরণ করারও ঘটনা রয়েছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে দেশের বিভিন্ন কলেজের নবীন-প্রবীণ বেশ কিছু শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই সূত্রে মফস্বলের কোন একটি সরকারী কলেজের ফলাফল পর্যালোচনা করে উক্ত কলেজেরই অভিজ্ঞ কয়েকজন শিক্ষক নিজেরাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ জানিয়েছেন যে, উক্ত কলেজের কোন একটি শাখার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৭০/৭২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১০/১২ জনও সঠিকভাবে পরীক্ষা হলে প্রথম বিভাগে পাস করার যোগ্য নয়।

এ থেকেই বোঝা যায়, উক্ত কলেজে নকল কী রকম ব্যাপক হারে হয়েছে। দেশের প্রায় সব কলেজেরই চিত্র কম-বেশি এরকমই।

দেশের শিক্ষকমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপিত এ অভিযোগগুলোর সদুত্তর কি? পাস-ফেল কিংবা নকল প্রবণতার আরও অন্যবিধ কারণ হয়তো নির্দেশ করা যাবে, কিংবা পাল্টা মত ও পথের বয়ান দেয়া যাবে ঠিকই; কিন্তু কলেজ প্রশাসন ও শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের একাংশের মুখে হলেও এই যে কলঙ্ক এসে পড়লো, তার লজ্জা লুকোবার জায়গা তো নেই। এসব অভিযোগ অসত্য হলে অসমর্থন করা যেতো, কিন্তু সে সুযোগও আর অবশিষ্ট নেই—সত্যকে অস্বীকার করা তো পাপ। আত্মগ্লানি ও আত্মপ্রবঞ্চনা আর নয়, আত্মসমালোচনায় লিপ্ত হয়ে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এ কলঙ্ক মোচনের পন্থা শিক্ষক সমাজের ভেবে দেখা উচিত এবং তার এখনই সময়।

——ডঃ কামরুল আহসান